দাবিক-২ হতে সংকলিত

সাধারণ নির্দেশনা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সারা জাহানের অধিপতি। সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম) তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি।

হয়তো পাঠকরা খিলাফতের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে ভাবছেন। তাই “দাবিক” টিম এই জরুরী বিষয়ে ইসলামিক স্টেটের উমারাগনের অবস্থান প্রকাশের প্রয়াশ পেয়েছে।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বপ্রথমে, আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি ইসলামিক স্টেটে হিজরত করুন, দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামের দিকে। এই কাজের করুন দ্রুততার সাথে, যেমন মুসা (আলাইহিস-সালাম) ত্বড়িৎ গতিতে তাঁর রবের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন, এই বলে, {হে আমার পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।}[তাহা:৮৪] আপনার সঙ্গীসাথী, ভাইবোন, পরিবার এবং সন্তানদের নিয়ে দ্রুত ইসলামিক স্টেটের ছায়াতলে আসুন। আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য এখানে ঘর প্রস্তুত। মক্কা মদিনা আর আল-কুদসকে স্বাধীন করতে আপনার অবদানও অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে পারে। আপনি কি চান না, বিচার দিবসে এই মহান কর্মগুলোকে আপনার আমলনামায় নিয়ে হাজির হতে?

দ্বিতীয়ত, কোন বিশেষ কারণে যদি আপনি হিজরত করতে না পারেন, তাহলে জোর প্রচেষ্টা চালান আপনার বর্তমান অবস্থানে থেকে খলিফা ইব্রাহীমের হাতে বায়াত আয়োজনের। যতদূর সম্ভব এর প্রচার করুন। মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার এবং ইসলামিক সংগঠনের লোকদের সমবেত করে প্রকাশ্যে বায়াত প্রদান করুন। বায়াত রেকর্ড করার চেষ্টা করুন এবং তা ইন্টারনেটসহ যে কোন ধরনের মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করুন। বায়াত সাধারণ মুসলমানদের কাছে এতটাই স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া উচিৎ যে, পিছুটান প্রদর্শনকারীদের যাতে তারা চমর অস্বাভাবিক মনে করে। এই প্রচেষ্টা, অন্যান্য দলগুলোকে তাদের বিচ্ছিন্ন ত্যাগ করে খলিফাহ ইব্রাহীমের প্রতি বায়াত দিতে উৎসাহিত করবে।

যদি আপনি কোন পুলিশি রাষ্ট্রে বসবাস করেন যেখানে বায়াতের কারণে আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে, সেখানে বায়াতের জন্য নিজের নাম ঠিকানা গোপন রাখার ব্যাবস্থা করুন।

আপনার প্রকাশ্য বায়াতের দুটি উপকারী দিক রয়েছে। প্রথমত এটা হচ্ছে, মুসলমানদের একে অপরের প্রতি এবং তাদের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। {আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে এবং জমিনে বড়ই অকল্যাণ হবে।} [আন-আনফাল:৭৩] দ্বিতীয়ত, কাফেরদের হৃদয়ে ব্যথা আর যন্ত্রনা দেয়ার এটা একটা অন্যতম মাধ্যম। এই শুভকাজ করার জন্য এই কারণটাই যথেষ্ট। {এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়- তার প্রতিটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের পুরুষ্কার নষ্ট করেন না।} [আত-তাওবাহ:১২০]

অবশেষে, আপনি যদি আপনার চরম অপরাগতার কারণে উপরোক্ত কোনটিই করতে না পারেন, তাহলে ইসলামিক স্টেট সকল মুসলমানদের জন্য একমাত্র খিলাফত- ইনশাআল্লাহ,আপনার এই দৃঢ়বিশ্বাসই আপনাকে রক্ষা করবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐ হাদিসের সতর্কবানী যেখানে যেখানে তিনি (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “যে লোক এরূপ অবস্থায় মারা যাবে যে, তার ঘাড়ে আনুগত্যের বন্ধন নেই, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।”[সহিহ মুসলিম]

ফিলিস্তিনের মুসলিম নারী-পুরুষ এবং শিশুদের উপর চলমান এই হত্যাজজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামিক স্টেট তাদের সামর্থ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ফিলিস্তিনের যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টিকারী সকল মুরতাদদের ধ্বংষ করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এটা ইসলামিক স্টেটের জন্য সমীচীন নয় যে, তারা অন্যান্য আরব তাগুতদের মতো জাতিসংঘে আর আরব লীগে বসে ভুয়া, শুকনো আর কপটতাপূর্ণ শোক আর নিন্দার বক্তৃতা দেবে, বরং, ইসলামিক স্টেটের কাজ তাদের কথার চেয়ে বেশি প্রকাশ পায় এবং ফিলিস্তিনে পৌঁছে বর্বর ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করতে আর ইহুদীদের বৃক্ষ-গারকাদের পিছনে লুকিয়ে থাকা ইহুদিদের হত্যা করা এখন শুধু ধৈর্য্য আর সময়ের ব্যাপার মাত্র, ইনশাআল্লাহ।